দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...28 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে চ্যান্সেলর

শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করিতে হইবে

বাসস ।। দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তোলা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জনগণ এখন সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করিতেছেন। গতকাল (মঙ্গলবার) কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসাবে ভাষণ দানকালে তিনি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থাকে

(প্রথম পৃঃ পর)

সহায়ক ভূমিকা রাখিতে পারে বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

বেগম জিয়া বলেন, ইসলামের মহান মূল্যবোধের আলোকে আলোকিত দক্ষ ও যথোপযুক্ত জনশক্তি গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সকল সদস্য এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেশন জটে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, ইহার ফলে মেধার অপচয় ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা সন্ত্রাস উচ্ছেদ ও সেশন জট নিরসন করিতে চাই ; এই লক্ষ্যে কয়েকবার সকল দলের সম্মিলন ডাকা হয় এবং বিভিন্ন সময় এব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহিত আলোচনা করা হয়। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থার উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যাবলীর সমাধান করিতে হইবে। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সৃষ্ট সমস্যাবলীর জন্য কেবলমাত্র সরকারকে দায়ী না করিয়া শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে সকল প্রকার প্রয়াস চালাইবার পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ ও একটি বাস প্রদানের ব্যাপারে আগামী অর্থ বৎসরে পদক্ষেপ নেওয়া হইবে। তিনি পরবর্তী অর্থ বৎসরে আরো বরাদ্দ প্রদানের আশ্বাস দেন এবং এই এলাকায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনেরও পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন।

সমাবর্তন মিছিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, সিণ্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ হামিদ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এই সুপারিশমালায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ কমপক্ষে ৫ বৎসরের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গসংগঠনের তৎপরতামুক্ত রাখার আহ্বান রহিয়াছে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের নিজেদের কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং মেধা বিকাশের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করার দাবী নিয়া রাজনীতি করিবে, তবে রাজনৈতিক দলের প্রভাবে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হকও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান চলাচল প্রতিমন্ত্রী এম,এ, মান্নান এবং সংসদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।